Chapra Bangaljhi Mahavidyalaya

Department Of Sanskrit

Date: 06/04/2020

Study Material

For

4th Semester (Hons.)

Modern Sanskrit Literature (Sankalpo Giti of H.Acharya)

CBM/SANS-H-CC-T-09/Section-C/Unit-II

Prepared By

Jhantu Das

Dept. of Sanskrit, CBM

CBM/SANSKRIT/HCC-09/SECTION-C/UNIT-II

হরিরাম আচার্য

আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে উত্তর-পশ্চিম ভারতের এক বিশিষ্ট কবি হলেন হরিরাম আচার্য। কবি হরিরাম আচার্য ১৯৩৬ সালের ২১শে জুন জন্মগ্রহণ করেছিলেন রাজস্থান জৈসলমের শহরে। তাঁর পিতার নাম শ্রীগনেশ দত্ত আচার্য। হরিরাম আচার্য ১৯৫৮ সালে সংস্কৃতে এম.এ পাশ করেন এবং ১৯৭৭ সালে রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'মহাকাবি হাল ও গাথাসতসই' বিষয়ে পি.এইচ.ডি উপাধি লাভ করেন। তার পুত্রের নাম রাজীব আচার্য এবং পত্নী কবিকে অনেক সহযোগীতা করতে তিনি নিজে তা স্বীকার করেছেন। ১৯৫৬ সালে তিনি রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগে অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন এবং ১৯৬২ সাল পর্যন্ত সেখানে শিক্ষকতার কাজ করেন। এরপরে তিনি সেখানকার রীডর এবং আচার্যও হয়েছিলেন। তিনি সংস্কৃত, হিন্দি, রাজস্থানী, প্রাকৃত ও উর্দু ভাষায় একজন জনপ্রিয় সরস গীতিকার, মৌলিক স্রষ্টা, নাট্যশিল্পী এবং প্রৌঢ় প্রাবন্ধিক। ১৯৯৬ সালে সিনিয়র প্রফেসর এবং রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অক্ষ্যক হিসাবে অবসর গ্রহন করেন। তারপর ডঃ হরিরাম আচার্য রাজস্থান সংস্কৃত অকাদেমীর সভাপতি হন। প্রাকৃত রচনা 'গাহাসতসই'-এ নিজের পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণা ও কাহিনীর হিন্দী কবিতা প্রকাশিত করেন, যা কবিকে বিশেষ খ্যাতি এনে দিয়েছে। তিনি মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত সাহিত্যসেবার ধারা বহন করেছিলেন। পুত্র রাজীবের মুখে শোনা যায় যে, তিনি আগের দিন নতুন একটি পুস্তক প্রকাশের জন্য অন্তিম প্রুফ্ রিডিং দেখেন। অবশেষে তিনি ১৫ই ডিসেম্বর, ২০১৮ সালে ৮৩ বছর বয়সে হৃদরোগে নিজগৃহে জীনবলীনা সম্পন্ন করেন। সেই ঘটনা দৈনিকভাস্কর প্রত্রিকায় পরের দিন প্রকাশিত হয়। সম্প্রতি ১৯শে ফেব্রুয়ারী ২০২০ সাল শনিবারে রাজস্থান সংস্কৃত অকাদেমী হরিরাম আচার্যের স্মৃতি স্মরণ করে অখিল ভারতীয় কবি সম্মেলনের আয়োজন করে।

বহুমুখী প্রতিভায় সমৃদ্ধ অধ্যাপক ছিলেন নাট্যশাস্ত্র ও কাব্যশাস্ত্রে প্রকাণ্ড পণ্ডিত। তিনি বহু মৌলিক কাব্যগ্রন্থ লিখেছেন। যেমন,

1. পূর্বশাকুন্তলম্ (২০০২)
2. মধুচ্ছন্দা (গীতিকাব্য)
3. নৈবেদ্যম্ (সংস্কৃত গজলকবিতা)
4. কলকলী
5. খুলে কিরণপাল
6. সংগীতদামোদারঃ
7. প্রলেখঃ প্রস্তুতিপক্ষঃ (সংস্কৃত নাট্য, ২০০২)

CBM/SANSKRIT/HCC-09/SECTION-C/UNIT-II

8. আগমতীর্থঃ
9. নচিকেতাকাব্যম্ (২০০৮)
10. ঋতুরাগিনী (নৃত্য নাটিকা সংগ্রহ, ২০০৯)
11. বিংশশতাব্দী সংস্কৃত কাব্যামৃতম্ (২০০২)
12. নির্মাণগীতিঃ
13. অগ্নে নয় সুপাথা
14. মাতৃবন্দনগীতিঃ
15. বসুন্ধরাগীতিঃ
16. ভারতসাবিত্রী
17. কৈবতর্কগীতম্ ইত্যাদি

'গীতগোবিন্দম্'-এর সংগীতাত্মক হিন্দী কবিতাও প্রকাশিত হয়েছে। তিনি থিয়েটার, রেডিও, টেলিভিশন এবং চলচ্চিত্রের জন্য অনেক নাট্য রচনা, গান এবং সংলাপ লিখেছেন। হরিরাম আচার্য পাণ্ডুলিপি বিশেষজ্ঞ এবং গবেষণাকার্যে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তিনি সংস্কৃত সংগীত, আধুনিক নাটক, পুতুল নাটক, সংগীত রূপক এবং নৃত্যনাট্য রচনা করেছেন। এমনকি বৈদিক বিষয় সম্পর্কিত প্রবন্ধও রচনা করেছেন। নিজের নির্দেশনায়, ২২ জন পি.এইচ.ডি এবং ৩০ জন এম.ফিল সম্পন্ন করেন। তিনি ছিলেন বৈচিত্রময় ব্যক্তি কারণ তিনি সংস্কৃত কাব্য, নাট্য সাহিত্য, নাট্যশাস্ত্র, ভারতীয় দর্শন, ভারতীয় সংস্কৃতি, ব্যাকরণ, ভাষাতত্ত্ব এবং আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্য ইত্যাদিতে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন ।

হরিরাম আচার্য অনেক ভারতীয় সাহিত্য সংস্থা এবং বিদেশী প্রতিষ্ঠানগুলি দ্বারা অনেক পুরষ্কার এবং সম্মাননা লাভ করেছিলেন। নিম্নে কয়েকটি উল্লেখ করা হল,

1. ১৯৭২ সালে জয়পুরের রাজস্থান সাহিত্য অকাদেমী দ্বারা 'খুলে কিরণপাল' কাব্যসংগ্রহের জন্য 'মীরা পুরস্কার' লাভ করেন।
2. ১৯৭৯ সালে কালিদাস অকাদেমী দ্বারা বিশিষ্ট সংস্কৃত কবি সম্মান।
3. দিল্লী অকাদেমী দ্বারা বিশিষ্ট সংস্কৃত কবি সম্মান।
4. ১৯৯৮ সালে উজ্জৈন প্রদেশের রাজস্থান সংস্কৃত অকাদেমী দ্বারা 'পূর্বশাকুন্তলম্' নাট্যকৃতির জন্য 'হরিজীবনমিত্র পুরস্কার'।
5. ১৯৯৯ সালে ভারত সরকার কর্তৃক অখিল ভারতীয় বিদ্বৎ সম্মান।
6. ২০০১ সালে রাজস্থান সংস্কৃত একাডেমী দ্বারা 'মাঘ পুরষ্কার'।
7. ১৭ই সেপ্টেম্বর ২০০৩ সালে মরিশাস সরকার কর্তৃক আয়োজিত সংস্কৃত কর্মকাণ্ড বিষয় সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সংগোষ্ঠী ভারতীয় পণ্ডিতদের নেতা হিসাবে বিশিষ্ট সম্মান।
8. ২০০৫ সালে আকাশবাণী কর্তৃক 'স্বর্ণ জয়ন্তী শিল্পী পুরষ্কার'।
9. ২০০৫ সালে ভারত সরকার কর্তৃক 'রাষ্ট্রপতি পুরস্কার'।

CBM/SANSKRIT/HCC-09/SECTION-C/UNIT-II

10. ২০০৬ সালে যোধপুরের রাজস্থান সংগীত নাটক অকাদেমী দ্বারা 'কলাপুরোধা সম্মান'।
11. ২০১১ সালে ব্যাস শোধসংস্থান দ্বারা 'সর্বোচ্চমহর্ষি পুরষ্কার' প্রভৃতি সম্মান লাভ করেন।
12. বিশ্ব সংস্কৃত সম্মেলন, জাপান থেকে সারস্বত সম্মান পান।

'নচিকেতাকাব্যম্' তাঁর সংস্কৃত প্রকাশিত প্রথম কাব্য। এটি কঠোপনিষদে উল্লিখিত মহর্ষি বাজশ্রবার পুত্র নচিকেতা এবং যমরাজের সংলাপগুলিকে অবলম্বন করে রচিত একটি সপ্তসর্গবিশিষ্ট কাব্যগ্রন্থ। এর মূল কাহিনীটি হল অগ্নিচয়ন বিদ্যা এবং মরণোত্তরকালে আত্মার অস্তিত্ব যমরাজের মুখে তা প্রতিপাদিত হয়েছে। এতে গুরু গায়ত্রী এবং গুরু বন্দনার অনন্য ব্যবহার হয়েছে। এই কাব্যে হিন্দি পাহা, চৌপাই এবং রোলা নামক প্রভৃতি ছন্দ সংস্কৃত ভাষায়ও প্রয়োগ করা হয়েছে।

হরিরাম আচার্যের ৭৫টি রূপক, ৩টি বৃত্তরূপক, ২৫টি সংগীত রূপক এবং শতাধিক কবিতা এবং আলোচনা ইত্যাদি আকাশবাণী থেকে প্রচারিত হয়েছে। কবির রচনা 'পূর্বশাকুন্তলম্' শীর্ষক রচনায় সাতটি রেডিও রূপক রয়েছে। তিনি গজেন্দ্রব্যাখ্যানমালা সম্পাদনা করেছেন। তাঁর অনেকগুলি কাজ এখনও অপ্রকাশিত রয়েছে।

বর্তমানে হরিরাম আচার্য সাহিত্যচর্চায় অবিচল। এই কবির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে রাষ্ট্রপতি সম্মানে সম্মানিত মোহনলাল পান্ডেয় শার্দুলবিক্রিড়িত ছন্দে বলেছেন,

সাহিত্যাম্বুধিরত্নমার্গণপরাঃ প্রজ্ঞাপ্রভাভাসূতঃ
নানানূতনকাব্যনির্মিতিবণা সঙ্গীতবিদ্যার্ণবাঃ।
সংস্থাভিশ্চ পুরস্কৃতাঃ কবিবরাঃ সম্মানিতাঃ সাদরম্
আচার্যহরিরামশর্মবিবুধা রাজন্তি ভাবোজ্জ্বলাঃ॥

এছাড়াও রাষ্টপতি পুরস্কার প্রাপ্তিকালে ডঃ এ.পি.জে আব্দুল কলাম আজাদ কর্তৃত কবির উদ্দেশ্যে 'প্রণাম আচার্য জী' এই সম্বোধন কবির সম্মানকে গৌবরবান্বিত করে তিনি নিজ মুখেই এক সাক্ষাৎকারে স্বীকার করেছেন।

সংকল্পগীতিঃ

'মধুচ্ছন্দ' গীতিকাব্য থেকে গৃহীত এই কবিতাটি আশাবাদী চিন্তাভাবনা প্রকাশ করে। মহান সাধু এবং ভূদান আন্দোলনের প্রচারক আচার্য বিনোবা ভাবে বলেছিলেন- অন্ধকারকে অভিশাপ দিও না, প্রদীপ জ্বালিয়ে দাও, অন্ধকার নিজেই অদৃশ্য হয়ে যাবে। একই ভাবে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা, মহাত্মা বুদ্ধ বলেছিলেন- নিজেই নিজের আলো হও। 'সংকল্পগীতি:' উক্ত সংবেদনগুলি দ্বারা অনুপ্রাণিত একটি কবিতা। কবি হরিরাম আচার্য এই কবিতার মাধ্যমে এই বার্তা দিয়েছেন যে, তুমি প্রদীপ জ্বালিয়ে দাও, সামনে এগিয়ে যাও, অন্ধকার নিজে থেকেই ধ্বংস হয়ে যাবে। একইভাবে, বিশ্বের সমস্ত সমস্যা সমাধানের জন্য আমাদের সংকল্প নিয়ে এগিয়ে যাওয়া উচিত, সমস্যাগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সমাধান হবে। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ব্যক্তি সর্বদা বিজয়ী হয়। যে ব্যক্তি অবিচ্ছিন্নভাবে ধৈর্য ধরে চেষ্টা করে যায় সে কখনই ব্যর্থ হতে পারে না।

CBM/SANSKRIT/HCC-09/SECTION-C/UNIT-II

সংকল্পগীতিঃ
(কবিতা ১-৪)

যূয়ং দীপং প্রজ্বালয়ত,
তিমিরং স্বয়ং গমিষ্যতি রে।
অমৃতচিন্তনং নিমিষং কুরুত,
গরলং স্বয়ং গমিষ্যতি রে॥ ১॥

সন্ধিচ্ছেদ + অন্বয় : (রে) যূয়ম্ দীপম্ প্রজ্বালয়ত, তিমিরম্ স্বয়ম্ গমিষ্যতি। রে, নিমিষম্ অমৃতচিন্তনম্ কুরুত, (রে) গরলম্ স্বয়ম্ গমিষ্যতি॥

শব্দার্থ : রে – নীচ বা হীন ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত সম্বোধনার্থক অব্যয় পদ। যূয়ম্ – তোমরা সকলে। দীপম্ – প্রদীপ। প্রজ্বালয়ত – জালাও। তিমিরম্ – অন্ধকার। স্বয়ম্ – নিজেই। গমিষ্যতি – চলে যাবে। রে - সম্বোধনার্থক শব্দ। নিমিষম্ – সর্বদা। অমৃতচিন্তনম্ – অমৃতের কথা। কুরুত – কর। রে - সম্বোধনার্থক শব্দ। গরলম্ – বিষ। স্বয়ম্ – নিজেই। গমিষ্যতি – চলে যাবে॥

বঙ্গানুবাদ : তোমরা সকলে প্রদীপ জ্বালালাও অন্ধকার নিজেই দূরে চলে যাবে। সর্বদা অমৃতের কথা চিন্তা কর, বিষ নিজেই চলে যাবে (সমাপ্ত হয়ে যাবে)।

গতিবিকলা বিজ্ঞানবিজড়িতা,
সন্ত্রস্তা রোদিতি মানবতা,
নির্মিতবীজং ভূমৌ বপত,
সৌখ্যং স্বয়ং ফলিষ্যতি রে।
তিমিরং স্বয়ং গমিষ্যতি রে॥ ২॥

সন্ধিচ্ছেদ + অন্বয় : গতিবিকলা বিজ্ঞানবিজড়িতা সন্ত্রস্তা মানবতা রোদিতি, ভূমৌ নির্মিতবীজম্ বপত, (রে) সৌখম্ স্বয়ম্ ফলিষ্যতি। (রে) তিমিরম্ স্বয়ম্ গমিষ্যতি॥

শব্দার্থ : গতিবিকলা – গতিহীন / স্ফূর্তিহীন। বিজ্ঞানবিজড়িতা – বিজ্ঞান উদাসীন / বিজ্ঞান চৈতন্যশূন্য। সন্ত্রস্তা – সন্ত্রস্ত / ভীত। মানবতা – মানবিকতা / মনুষ্যত্ব। রোদিতি – কান্না করছে / বিলাপ করছে। ভূমৌ – পৃথীবীতে (মানব হৃদয়ে) নির্মিতবীজম্ – নির্মাণের বীজ (মানবতার বীজ)। বপত – বপন কর। রে - সম্বোধনার্থক শব্দ। সৌখম্ – সৌহার্দভাব / প্রসন্নতা / সুখানুভব। স্বয়ম্ – নিজেই। ফলিষ্যতি – ফলবে / প্রকাশ পাবে। রে - সম্বোধনার্থক শব্দ। তিমিরম্ – অন্ধকার। স্বয়ম্ – নিজেই। গমিষ্যতি – চলে যাবে / সমাপ্ত হয়ে যাবে॥

CBM/SANSKRIT/HCC-09/SECTION-C/UNIT-II

বঙ্গানুবাদ : গতি স্থবির, বিজ্ঞান উদাসীন (গতিহীন), মানবতা সন্ত্রস্ত হয়ে হাহাকার করছে (শোকে কাঁদছে)। তোমরা পৃথিবীতে (মানব হৃদয়ে) সৃষ্টির বীজ (মানবতার বীজ) বপন কর, স্বয়ং সৌহার্দ বা প্রসন্নতা ফলবে বা প্রকাশ পাবে। (তোমরা যদি প্রেম দিয়ে প্রদীপ জ্বালাও তবে) অন্ধকার নিজেই চলে যাবে।

স্বপ্নো যস্য যথা শত্রুঘ্নঃ
কিং হি তস্য কর্ত্তা পথবিঘ্নঃ ?
পথি যূয়ং চরণং স্থাপয়ত,
লক্ষ্যং স্বয়মায়াস্যতি রে।
তিমিরং স্বয়ং গমিষ্যতি রে॥ ৩॥

সন্ধিচ্ছেদ + অন্বয় : যথা শত্রুঘ্নঃ যস্য স্বপ্নঃ তস্য হি পথবিঘ্নঃ কিম্ কর্ত্তা ? যূয়ম্ পথি চরণম্ স্থাপয়ত, (রে) লক্ষ্যম্ স্বয়ম্ আয়াস্যতি। (রে) তিমিরম্ স্বয়ম্ গমিষ্যতি॥

শব্দার্থ : যথা – যখন। শত্রুঘ্নঃ – শত্রুনাশক। যস্য – যার। স্বপ্নঃ – স্বপ্ন দেখে। তস্য – তার। পথবিঘ্নঃ – পথের বাধা। কিম্ কর্ত্তা – কি করবে ? যূয়ম্ – তোমরা। পথি – পথে / মার্গে। চরণম্ – চরণ / পদ। স্থাপয়ত – স্থাপন কর / চল। রে - সম্বোধনার্থক শব্দ। লক্ষ্যম্ – লভ্য / সাফল্য। স্বয়ম্ – নিজেই। আয়াস্যতি – চলে আসবে। রে - সম্বোধনার্থক শব্দ। তিমিরম্ – অন্ধকার। স্বয়ম্ – নিজেই। গমিষ্যতি – চলে যাবে॥

বঙ্গানুবাদ : যখন শত্রুদের বাধা দূর করার স্বপ্ন দেখে, তখন পথের বাধাগুলি আর কী করবে ? (তিনি আর কতক্ষণ পথ অবরুদ্ধ করবেন ?)। তোমরা পথে চরণ স্থাপন কর বা হাঁট। (তোমার স্বপ্ন বা লক্ষ্য পূরণের জন্য প্রস্তুত হও), লক্ষ্যটি বা সাফল্যটি নিজেই তোমার কাছে চলে আসবে। (তোমরা যদি প্রদীপ জ্বালাও) অন্ধকার নিজেই অদৃশ্য হয়ে যাবে।

সংকল্পস্য ন কোঽপি বিকল্পঃ,
হঠযোগীব ভবতি সংকল্পঃ।
শিবসংকল্পং হৃদি ধারয়ত,
কলুষং স্বয়ং নাশিষ্যতি রে।
তিমিরং স্বয়ং গমিষ্যতি রে॥ ৪॥

সন্ধিচ্ছেদ + অন্বয় : সংকল্পস্য কঃ অপি ন বিকল্পঃ, সংকল্পঃ ভবতি হঠযোগী ইব। হৃদি শিবসংকল্পম্ ধারয়ত, (রে) কলুষম্ স্বয়ম্ নাশিষ্যতি। (রে) তিমিরম্ স্বয়ম্ গমিষ্যতি॥

শব্দার্থ : সংকল্পস্য – সংকল্পের। কঃ অপি – কোনও। ন বিকল্পঃ – বিকল্প নেই। সংকল্পঃ – সংকল্প / অভিলাপ বাক্য / অভিষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত মানসব্যাপার। ভবতি – হয়। হঠযোগী ইব – হটযোগীর মত দৃঢ়নিশ্চয়ী। হৃদি – হৃদয়ে / মনে। শিবসংকল্পম্ – মঙ্গল বিচার / শুভচিন্তা। ধারয়ত – ধারণ কর। রে -

CBM/SANSKRIT/HCC-09/SECTION-C/UNIT-II

সম্বোধনার্থক শব্দ। কলুষম্ – কলুষতা / পাপ / দুঃখ। স্বয়ম্ – নিজেই। নাশিষ্যতি – নষ্ট হয়ে যাবে। রে - সম্বোধনার্থক শব্দ। তিমিরম্ – অন্ধকার। স্বয়ম্ – নিজেই। গমিষ্যতি চলে যাবে।।

বঙ্গানুবাদ : সংকল্পের কোনো বিকল্প নেই, সংকল্প হঠযোগীর মতো দৃঢ়নিশ্চয়ী। তোমরা হৃদয়ে শিবসঙ্কল্প (মঙ্গল বিচার) ধারণ কর, কলুষতা নিজেই ধ্বংস হয়ে যাবে। (তোমরা মন থেকে প্রদীপ জ্বালাও) অন্ধকার নিজেই মুছে যাবে।

CBM/SANSKRIT/HCC-09/SECTION-C/UNIT-II